কালের কণ্ঠ

তারিখ : 31 DEC 2016
পৃষ্ঠা : ৭ ... কলাম ... ৬

স্কুল গেটে নেতার প্রাচীর

মানিক আকবর, চুয়াডাঙ্গা ▷

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আহমদ হুসাইন রোকন গ্রামের একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রবেশপথে সীমানাপ্রাচীর তুলেছেন। এ কারণে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে ঢোকার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় ১ জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেওয়ার কার্যক্রম বিঘ্নিত হবে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, খাড়াগোদা গ্রামে একই স্থানে রয়েছে দুটি বিদ্যালয়। একটি খাড়াগোদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, অন্যটি খাড়াগোদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। দুটি বিদ্যালয়ের সামনে বিশাল মাঠ। এ মাঠে উভয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা করে। তা ছাড়া বিদ্যালয় দুটির পাশে ঈদগা মাঠ ও দুটি কবরস্থান রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা

গ্রামের শিক্ষানুরাগীরা তিতুদহ ইউনিয়নের গড়াইটুপি মৌজায় ১৯৫০ সালে খাড়াগোদা প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১৯৬১ সালে খাড়াগোদা মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলেন। সেই থেকে পাশাপাশি দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্বাভাবিকভাবে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। সম্প্রতি মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জমি মাপজোখ করে দুটি প্রতিষ্ঠানের মাঝামাঝি স্থানে সীমানাপ্রাচীর তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়। এক সপ্তাহ আগে কলম ঢালাই দিয়ে কাজ শুরু হয়। সীমানাপ্রাচীর নির্মাণকাজের বিরোধিতা করেন ইউনিয়ন যুবলীগ সভাপতিসহ গ্রামের আরো কয়েকজন। তাঁদের দাবি, দুই বিদ্যালয়ের মাঝখানে প্রাচীর দেওয়া হলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের পথ থাকবে না। গ্রামবাসী ঈদগা ও কবরস্থানে যাওয়ার রাস্তা পাবে না। তারা দুই বিদ্যালয়ের মাঝখানের প্রাচীর নির্মাণ বন্ধ করতে বলেন।

কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা মানতে নারাজ। তাদের যুক্তি, দুটি বিদ্যালয়ের মাঝখানে প্রাচীর তৈরি হলে তাতে গেট রাখা হবে। যাতে প্রাথমিকের শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় এবং গ্রামবাসী ঈদগা মাঠ ও কবরস্থানে যেতে পারে। মাঝখানের সীমানাপ্রাচীর কারো যাতায়াতে বাধা সৃষ্টি করবে না বলে দাবি করেন মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

এদিকে তিতুদহ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আহমদ হুসাইন রোকন গত মঙ্গলবার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান গেটে তিন ফুট উঁচু প্রাচীর তুলে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'যেখানে প্রাচীর তুলেছি, সেই জমির মালিক আমি। মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি প্রাচীর তুলে গ্রামবাসী ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের যাতায়াত বন্ধ করে দিতে পারে, তাহলে আমি কেন নিজের জমিতে প্রাচীর তুলতে পারব না?'

এ বিষয়ে খাড়াগোদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি শফিকুর রহমান রাজু বলেন, 'খাড়াগোদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৯০০ ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে। সীমানাপ্রাচীর না থাকায় বিদ্যালয়টি অরক্ষিত রয়েছে। মাঝেমধ্যে উঠতি বয়সের ছেলেরা বিদ্যালয়ের মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে। তা ছাড়া বিদ্যালয়ে রয়েছে ১৮টি কম্পিউটার। জানালা খুব বেশি মজবুত নয়। চুরি হওয়ার ভয় রয়েছে। আগেও চারটি কম্পিউটার এ বিদ্যালয় থেকে চুরি হয়ে গেছে। এসব বিবেচনায় বিদ্যালয়টিকে সুরক্ষিত করার জন্য সীমানাপ্রাচীর দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে ওই প্রাচীরেও গেট থাকবে। সবার যাতায়াতের সুযোগ থাকবে। যারা সীমানাপ্রাচীর নির্মাণে বাধা দিচ্ছেন, তারা আমার প্রতিপক্ষ। তারা আমার সব কাজেই বাধা দেন।'

চুয়াডাঙ্গার ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পুলক কুমার বলেন, 'গত বুধবার চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক (ডিসি) সায়মা ইউনুসসহ আমি বিদ্যালয় দুটি পরিদর্শন করেছি। গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলেছি। ডিসি দুই পক্ষের সঙ্গে কথা বলে সন্তোষজনক সমাধান করার নির্দেশ দিয়েছেন। জনপ্রতিনিধি ও অভিভাবকরা এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন। তা না হলে আমরা প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ নেব।'